চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন

শ্লোক ১

উদ্ধব উবাচ

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্তা পীত্বা চ বারুণীম্ ।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্মর্ম পস্পৃশুঃ ॥ ১ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **অথ**—তারপর; **তে**—তাঁরা (যাদবেরা); **তৎ**—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক; **অনুজ্ঞাতাঃ**—অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **ভুক্তা**—আহার গ্রহণ করে; **পীত্বা**—পান করে; **চ**—এবং; **বারুণীম্**—মদিরা; **তয়া**—তার দ্বারা; **বিভ্রংশিত-জ্ঞানাঃ**—বিবেকহীন হয়ে; **দুরুক্তৈঃ**—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; **মর্ম**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **পস্পৃশুঃ**—স্পর্শ করেছিল।

অনুবাদ

উদ্ধব বললেন—তারপর, তাঁরা সকলে (বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ) সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপন করে মদিরা পান করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা সকলে হতজ্ঞান হয়ে উন্মত্তের মতো পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের মর্ম স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন উৎসবে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করানোর পর, অতিথিদের অনুমতি গ্রহণ করে আয়োজনকারীরা তাঁদের উচ্ছিষ্ট আহার করেন। তাই, বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে আহার করেছিলেন। কোনও কোনও অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়দের সুরাপান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই, তাঁরা অন্ন থেকে উৎপন্ন এক প্রকার হালকা মদিরা পান করেছিলেন। তা পান করার ফলে তাঁরা এতই উন্মত্ত এবং বিবেকহীন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের

পরস্পরের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে এমন কটূক্তি করেছিলেন, যার ফলে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। নেশা করা এতই ক্ষতিকর যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সদস্যেরা পর্যন্ত উন্মত্ত হয়ে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক ভুলে যেতে পারেন। বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়দের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে, তাঁরা এইভাবে আত্মবিস্মৃত হবেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তা ঘটেছিল এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি কঠোর হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্ ।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দনম্ ॥ ২ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **মৈরেয়**—মাদকদ্রব্যের; **দোষেণ**—দোষের দ্বারা; **বিষমীকৃত**—ভারসাম্য হারিয়েছিল; **চেতসাম্**—তাঁদের মনের; **নিম্লোচতি**—অস্তগামী হয়েছিল; **রবৌ**—সূর্য; **আসীৎ**—হয়েছিল; **বেণূনাম্**—বাঁশের; **ইব**—মতো; **মর্দনম্**—বিনাশ।

অনুবাদ

বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যেমন বিনাশ সংঘটিত হয়, তেমনই সূর্য অস্তগত হলে সুরাপানে তাঁদের সকলের চিত্ত বিকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের বিনাশ সাধন হয়েছিল।

তাৎপর্য

বনে যখন অগ্নির আবশ্যকতা হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, বাঁশের পরস্পরের সংঘর্ষে সেই আগুন উৎপন্ন হয়। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত যদুবংশীয়েরা আত্মবিনাশের প্রক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলেন। মানুষের প্রচেষ্টায় যেমন গভীর বনে আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই সংসারে এমন কোন শক্তি নেই যা ভগবান কর্তৃক সংরক্ষিত যদুবংশীয়দের ধ্বংসসাধন করতে পারত। ভগবান চেয়েছিলেন যে, এইভাবে তাঁদের ধ্বংস হোক। তাই, তাঁরা ভগবানের আজ্ঞা পালন করেছিলেন, যা *তদনুজ্ঞাত* শব্দে সূচিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলমুপাবিশৎ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-আত্ম-মায়ায়াঃ**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **গতিম্**—গতি; **তাম্**—তা; **অবলোক্য**—দেখে; **সঃ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **উপস্পৃশ্য**—জল দ্বারা আচমন করে; **বৃক্ষ-মূলম্**—একটি বৃক্ষের মূলে; **উপাবিশৎ**—উপবেশন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে (তাঁর বংশের) গতি দর্শন করে সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন, এবং আচমন করে একটি বৃক্ষের মূলে উপবেশন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদু এবং ভোজবংশীয়দের উপরোক্ত সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, কেননা তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হওয়ার পর, তিনি তাঁদের স্বস্থানে প্রেরণ করতে মনস্থ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর পুত্র ও পৌত্র, এবং তিনি বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছিলেন। ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁদের কিভাবে বিনাশ সম্ভব, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল স্বয়ং ভগবানের দ্বারা (*স্বাত্মমায়য়াঃ*)। ভগবানের পরিবারের সদস্যেরা হয় তাঁর অংশাবতার বা স্বর্গের দেবতা ছিলেন, এবং তাই তাঁর অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁদের বিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের স্বস্থানে প্রেরণ করার পূর্বে তাঁদের প্রভাস তীর্থে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাঁদের হৃদয়ের পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার এবং পান করেছিলেন। তারপর তাঁদের স্বীয় ধামে প্রেরণ করার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে সকলে দেখতে পায় যে, এত শক্তিশালী যদুবংশ আর এই পৃথিবীতে বর্তমান নেই। পূর্ববর্তী শ্লোকে *অনুজ্ঞাত* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই ঘটনাবলীর আয়োজন ভগবান নিজেই করেছিলেন। ভগবানের এই লীলাসমূহ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতির প্রকাশ নয়। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির এই প্রদর্শন নিত্য, এবং তাই কখনও মনে করা উচিত নয় যে, আসবপানে উন্মত্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে যদু ও ভোজেরা নিহত হয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর টীকায় এই সমস্ত ঘটনাকে ইন্দ্রজালবৎ বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

অহং চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্তিহরেণ হ ।
বদরীং ত্বং প্রয়াহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **উক্তঃ**—বলা হয়েছিল; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **প্রপন্ন**—শরণাগতের; **আর্তি-হরেণ**—যিনি দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন; **হ**—বস্তুত; **বদরীম্**—বদরিকা আশ্রমে; **ত্বম্**—তুমি; **প্রয়াহি**—যাও; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-কুলম্**—তাঁর বংশ; **সংজিহীর্ষুণা**—ধ্বংস করতে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

ভগবান শরণাগতের দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন। তাই, তাঁর স্বীয় বংশ ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা করে, তিনি পূর্বেই আমাকে বদরিকা আশ্রমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দ্বারকাতে অবস্থানকালে ভগবান উদ্ধবকে তাঁর তিরোধান এবং যদুবংশ ধ্বংসজনিত কষ্ট এড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বদরিকা আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেননা সেখানে তিনি নর-নারায়ণের ভক্তদের সঙ্গলাভ করতে পারবেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে শ্রবণ, কীর্তন, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ৫

তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ ॥ ৫ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **তৎ-অভিপ্রেতম্**—তাঁর বাসনা; **জানন্**—জেনে; **অহম্**—আমি; **অরিম্-দম**—হে শত্রুদমনকারী (বিদুর); **পৃষ্ঠতঃ**—পিছনে; **অন্বগমম্**—অনুসরণ করে; **ভর্তুঃ**—প্রভুর; **পাদ-বিশ্লেষণ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিযুক্ত হতে; **অক্ষমঃ**—সক্ষম না হয়ে।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী বিদুর! তাঁর যদুবংশ ধ্বংসের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-বিচ্ছেদের দুঃখ সহনে অসমর্থ হয়ে, আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম।

শ্লোক ৬

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্ ।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৬ ॥

অদ্রাক্ষম্—আমি দেখেছিলাম, **একম্**—একাকী; **আসীনম্**—উপবিষ্ট হয়ে; **বিচিন্বন্**—গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে; **দয়িতম্**—সংরক্ষক; **পতিম্**—প্রভু; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তটে; **কৃত-কেতম্**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অকেতনম্**—অনাশ্রয়।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁকে অনুসরণ করে, আমার সংরক্ষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একাকী উপবিষ্ট অবস্থায় আমি দর্শন করেছিলাম। যদিও তিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ, তবুও তিনি নিরাশ্রয়ভাবে সেখানে বিরাজ করছিলেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বীরা প্রায়ই বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্ধব ভগবানকে একজন আশ্রয়হীন ব্যক্তির মতো বিরাজ করতে দর্শন করেছিলেন। যেহেতু তিনি সব কিছুরই অধীশ্বর, তাই তাঁর আশ্রয় সর্বত্রই রয়েছে, এবং সমস্ত স্থানই তাঁর আশ্রয়াধীন। তিনিই সমস্ত জড় জগৎ এবং চিৎ জগতের ভরণপোষণ করেন, তাই তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। অতএব তিনি যখন অনিকেতন সন্ন্যাসীদের মতো সরস্বতী নদীর তীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক ৭

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্ ।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥

শ্যাম-অবদাতম্—সুন্দর শ্যামবর্ণ; **বিরজম্**—শুদ্ধ সত্ত্বময়; **প্রশান্ত**—প্রশান্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **লোচনম্**—নেত্র; **দোর্ভিঃ**—বাহুর দ্বারা; **চতুর্ভিঃ**—চার; **বিদিতম্**—চেনা গিয়েছিল; **পীত**—পীত; **কৌশ**—রেশমের; **অম্বরেণ**—বস্ত্রের দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়। তাঁর নেত্রদ্বয় প্রশান্ত এবং প্রভাত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ। তাঁর চতুর্ভুজ ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ, এবং পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রের দ্বারা আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলাম যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ।

শ্লোক ৮

বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্ ।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৮ ॥

বাম—বামে; **ঊরৌ**—ঊরু; **অধিশ্রিত্য**—স্থাপন করে; **দক্ষিণ-অঙ্ঘ্রি-সরোরুহম্**—দক্ষিণ পাদপদ্ম; **অপাশ্রিত**—আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন; **অর্ভক**—নবীন; **অশ্বত্থম্**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **অকৃশম্**—আনন্দপূর্ণ; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **পিপ্পলম্**—গৃহসুখ।

অনুবাদ

তিনি একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে, বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সর্বপ্রকার গৃহসুখ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে ভগবানের উপবেশন করার ভঙ্গিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বৃক্ষটিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হয় কেননা তার সহজে মৃত্যু হয় না; তা দীর্ঘকাল ধরে জীবিত থাকে। তাঁর চরণযুগল এবং তাদের শক্তিসমূহ হচ্ছে জড় উপাদানসমূহ, সেগুলিকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। অশ্বত্থ বৃক্ষ যে সমস্ত ভৌতিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তাই, তা ভগবানের পৃষ্ঠদেশে ছিল। এই ব্রহ্মাণ্ডটি যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচাইতে ক্ষুদ্র, তাই, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে নবীন বা বালকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *ত্যক্তপিপ্পলম্* শব্দটির দ্বারা এই সূচিত হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ছোট ব্রহ্মাণ্ডটিতে তাঁর লীলা সমাপ্ত করছিলেন। কিন্তু ভগবান যেহেতু পরম এবং নিত্য আনন্দময়, তাই তাঁর কোন বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ভগবান এখন এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করে অন্য আর একটি ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য কোন বিশেষ গ্রহলোকে উদিত হয়ে অন্য আর একটি গ্রহলোকে অস্তমিত হয়, কিন্তু তাতে তার স্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ৯

তস্মিন্মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা ।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

তস্মিন্—তখন; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের এক মহান্ ভক্ত; **দ্বৈপায়ন**—সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **সখা**—বন্ধু; **লোকান্**—ত্রিভুবন; **অনুচরন্**—ভ্রমণ করে; **সিদ্ধে**—সেই আশ্রমে; **আসসাদ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছায়।

অনুবাদ

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সুহৃৎ ও সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষি ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনির শিষ্য। সেই সূত্রে ব্যাসদেব এবং মৈত্রেয় ছিলেন পরস্পরের সখা ও সুহৃৎ। সৌভাগ্যক্রমে, মৈত্রেয় তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। মৈত্রেয় ছিলেন একজন মহান ঋষি এবং একজন বিদ্বান দার্শনিক, কিন্তু তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, তাই সেই সময় ভগবানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর অজ্ঞাত সুকৃতির বলে। শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার স্বাভাবিক। কিন্তু, যাঁরা সেই স্তরে উন্নীত না হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা অজ্ঞাত সুকৃতি বা নিজের অজান্তে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফল।

শ্লোক ১০

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ
প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য ।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস-
সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ১০ ॥

তস্য—তাঁর (মৈত্রেয় ঋষির); **অনুরক্তস্য**—যদিও আসক্ত; **মুনেঃ**—মুনির; **মুকুন্দঃ**—মুক্তি প্রদানকারী ভগবানের; **প্রমোদ-ভাব**—আনন্দপূর্ণ মনোভাবে; **আনত**—অবনত; **কন্ধরস্য**—কাঁধের; **আশৃণ্বতঃ**—এইভাবে শ্রবণ করার সময়; **মাম্**—আমাকে; **অনুরাগ-হাস**—কৃপাপূর্ণ হাস্য সহকারে; **সমীক্ষয়া**—আমাকে দর্শন করে; **বিশ্রময়ন্**—আমার শ্রম অপনোদন করে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হয়েছিল। ভগবৎ কথা শ্রবণপরায়ণ সেই মুনির সম্মুখে ভগবান মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তি অপনোদন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

যদিও উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়েই ছিলেন মহাত্মা, তবুও ভগবানের মনোযোগ উদ্ধবের প্রতিই অধিক ছিল, কেননা তিনি ছিলেন একজন নির্মল শুদ্ধ ভক্ত। জ্ঞানী ভক্ত বা যাঁর ভক্তি অদ্বৈতবাদের দ্বারা মিশ্রিত, তিনি শুদ্ধ ভক্ত নন। মৈত্রেয় ঋষি যদিও ছিলেন একজন ভক্ত, তবুও তাঁর ভক্তি ছিল মিশ্রা। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁর ভক্তের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন, দার্শনিক জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের ভিত্তিতে নয়। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় অদ্বয়-জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের কোন স্থান নেই। বৃন্দাবনের গোপিকারা মহা বিদ্বান-পণ্ডিত ছিলেন না অথবা সিদ্ধ যোগীও ছিলেন না। তাঁদের কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ছিল, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন তাঁদের জীবন সর্বস্ব, এবং গোপিকারাও ছিলেন ভগবানের জীবন সর্বস্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সঙ্গে গোপিকাদের সম্পর্ককে পরম শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, উদ্ধবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক মৈত্রেয় মুনির থেকেও ঘনিষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে
দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং
মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বেদ**—জান; **অহম্**—আমি; **অন্তঃ**—অন্তরে; **মনসি**—মনে; **ঈপ্সিতম্**—তোমার বাসনা অনুসারে; **তে**—তোমার; **দদামি**—আমি দান করি; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **দুরবাপম্**—লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **সত্রে**—যজ্ঞে; **পুরা**—প্রাচীন কালে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—যাঁরা সৃষ্টি বিস্তার করেছিলেন; **বসূনাম্**—বসুদের; **মৎ-সিদ্ধি-কামেন**—আমার সঙ্গলাভ করার বাসনায়; **বসো**—হে বন্ধু; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ইষ্টঃ**—জীবনের পরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে বসু! পুরাকালে যখন অষ্ট বসু এবং অন্যান্য দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য বিস্তারের জন্য যজ্ঞ করেছিলেন, তখন তুমি আমার সঙ্গ লাভের বাসনা করেছিলে। তোমার অন্তরে অবস্থান করে তোমার মনের সেই বাসনা আমি জানতে পেরেছিলাম। অন্যদের জন্য যদিও তা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি তোমাকে তা দান করেছি।

তাৎপর্য

উদ্ধব হচ্ছেন ভগবানের একজন নিত্য পার্ষদ, এবং উদ্ধবের এক অংশ হচ্ছে পুরাকালের অষ্টবসুদের একজন। স্বর্গের দেবতা এবং অষ্টবসুরা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কার্যের দায়িত্বভার বহন করেন, পুরাকালে তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই সময় উদ্ধবের এক অংশ-বিস্তার একজন বসু ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের বাসনা করেছিলেন। ভগবান তা জানতেন, যেহেতু তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা বা পরা চেতনারূপে বিরাজমান। সকলেরই হৃদয়ে পরা চেতনার প্রতিনিধি রয়েছেন, যিনি জীবের আংশিক চেতনায় স্মৃতিদান করেন। আংশিক চেতনারূপে জীব তার পূর্বজীবনের

ঘটনাবলীর কথা ভুলে যায়, কিন্তু পরা চেতনা বা অন্তর্যামী পরমাত্মা তাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে স্মরণ করিয়ে দেন কিভাবে আচরণ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় এই তত্ত্ব বিভিন্নভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (ভগবদ্গীতা ৪/১১), সর্বস্য *চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* (ভগবদ্গীতা ১৫/১৫)।

স্বতন্ত্রভাবে বাসনা করার স্বাধীনতা সকলেরই রয়েছে, কিন্তু সেই বাসনা পূর্ণ করেন পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে পারে বা বাসনা করতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার উপর। এই নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়, "মানুষ প্রস্তাব করে, আর ভগবান তা অনুমোদন করেন।" পুরাকালে যখন দেবতা এবং বসুরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন অষ্টবসুর অন্যতম উদ্ধব ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের বাসনা করেন, যা মনোধর্মী জ্ঞানী অথবা সকাম কর্মীদের পক্ষে লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। এই প্রকার মানুষদের প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পার্ষদত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ভগবানের কৃপায়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল জানতে পারেন যে, ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গলাভ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবান উদ্ধবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করবেন। এখানে কথিত হয় যে, ভগবান যখন উদ্ধবকে সেই কথা বলেছিলেন, তখন মহর্ষি মৈত্রেয় ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১২

স এষ সাধো চরমো ভবানা-
মাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং
দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

সঃ—তা; **এষঃ**—এই সকলে; **সাধো**—হে সাধু; **চরমঃ**—চরম; **ভবানাম্**—বসু আদিরূপে তোমার সমস্ত জন্মের; **আসাদিতঃ**—এখন লাভ করেছ; **তে**—তোমাকে; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **যৎ**—যা; **যৎ**—যেহেতু; **মাম্**—আমাকে; **নৃ-লোকান্**—বদ্ধ জীবদের জগৎ; **রহঃ**—নির্জনে; **উৎসৃজন্তম্**—ত্যাগ করার সময়; **দিষ্ট্যা**—দর্শন করে; **দদৃশ্বান্**—তুমি যা দেখেছ; **বিশদ-অনুবৃত্ত্যা**—অবিচলিত ভক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে সাধো! তোমার সমস্ত জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই চরম জন্ম, কেননা তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করেছ। এখন তুমি এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে আমার দিব্য ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করতে পার। তোমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে এই নির্জন স্থানে তুমি আমার দর্শন লাভ করলে।

তাৎপর্য

পূর্ণাঙ্গ জীবের পক্ষে মুক্ত অবস্থায় ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান যতটুকু জানা সম্ভব, কোন জীব যখন পূর্ণরূপে সেই জ্ঞানে নিষ্ণাত হন, তখন তিনি চিৎ জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন, যেখানে বৈকুণ্ঠলোকসমূহ অবস্থিত। ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের থেকে অপ্রকট হওয়ার ঠিক পূর্বে যখন একটি নির্জন স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়েও তাঁকে দর্শন করার এবং এইভাবে তাঁর কাছ থেকে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের সৌভাগ্য উদ্ধবের হয়েছিল। ভগবান সর্বত্রই সর্বদা বিরাজমান, এবং তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব শুধু বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের অনুভবের বিষয় মাত্র। তিনি ঠিক সূর্যের মতো। আকাশে সূর্যের আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় না; মানুষের অনুভূতিতেই কেবল সকালে সূর্যের উদয় হয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। ভগবান যুগপৎ বৈকুণ্ঠে এবং বৈকুণ্ঠের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান।

শ্লোক ১৩

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে ।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎসূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

পুরা—পুরাকালে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়েছিল; **অজায়**—ব্রহ্মাকে; **নাভ্যে**—নাভি থেকে; **পদ্মে**—পদ্ম ফুলের উপর; **নিষণ্ণায়**—যিনি অধিষ্ঠিত; **মম**—আমার; **আদি-সর্গে**—সৃষ্টির আদিতে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **মৎ-মহিমা**—আমার অপ্রাকৃত মহিমা; **অবভাসম্**—প্রকাশক; **যৎ**—যা; **সূরয়ঃ**—মনীষিগণ; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **বদন্তি**—বলেন।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! পুরাকালে পদ্ম কল্পে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করেছিলাম, মনীষিগণ তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন।

তাৎপর্য

এই মহান্ গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে ব্রহ্মার কাছে ভগবৎ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। সেই জ্ঞানই পুনরায় এখানে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করা। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত সেই চারটি শ্লোকের নির্বিশেষ বিশ্লেষণ এখানে নিরস্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীও বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সংক্ষিপ্ত রূপটি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক, এবং তা কখনই নির্বিশেষবাদ প্রতিপন্ন করেনি।

শ্লোক ১৪

ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ
প্রতিক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্ ।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং
মুঞ্চঞ্জুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদৃত**—অনুগৃহীত হয়ে; **উক্তঃ**—সম্বোধন করেছিলেন; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **পুংসঃ**—ভগবান; **প্রতিক্ষণ**—প্রতিক্ষণ; **অনুগ্রহ-ভাজনঃ**—কৃপাপাত্র; **অহম্**—আমি; **স্নেহ**—স্নেহ; **উত্থরোমা**—দেহে রোমাঞ্চ; **স্খলিত**—শিথিল; **অক্ষরঃ**—চক্ষুর; **তম্**—তা; **মুঞ্চন্**—মুছে; **শুচঃ**—অশ্রু; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **আবভাষে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর। পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হয়ে এবং তাঁর সাদর উক্তি শ্রবণ করে গভীর আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন আমি আমার অশ্রু মুছে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এই রকম বলেছিলাম।

শ্লোক ১৫

কো নীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষপীহ ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ নু ঈশ—হে প্রভু; **তে**—আপনার; **পাদ-সরোজ-ভাজাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তগণের; **সু-দুর্লভঃ**—দুষ্প্রাপ্য; **অর্থেষু**—বিষয়ে; চতুর্ষু—চতুর্বর্গের; **অপি**—সত্ত্বেও; **ইহ**—এই জগতে; **তথা অপি**—তবুও; **ন**—করে না; **অহম্**—আমি; **প্রবৃণোমি**—চাওয়া; ভূমন্—হে মহান; **ভবৎ**—আপনার; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **নিষেবণ-উৎসুকঃ**—সেবা করতে উৎসুক।

অনুবাদ

হে প্রভু! যে ভক্ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নয়। কিন্তু হে মহান! আমি কেবল আপনার চরণারবিন্দের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত হতে চাই।

তাৎপর্য

যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ, তাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো। এই প্রকার মুক্তিকে বলা হয় সারূপ্য মুক্তি, যা হচ্ছে পাঁচ প্রকার মুক্তির একটি। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তেরা কখনও সাযুজ্য বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি স্বীকার করেন না। ভক্তেরা যে কেবল মুক্তিই লাভ করেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা স্বর্গলোকে দেবতাদের মতো ইন্দ্রিয় সুখভোগ—এই প্রকার সিদ্ধির সব কটি অনায়াসেই লাভ করতে পারেন। কিন্তু উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অস্বীকার করেন। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত হতে চান এবং তাঁর ব্যক্তিগত লাভের কোন রকম চিন্তা তিনি করেন না।

শ্লোক ১৬

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎপলায়নম্ ।
কালাত্মনো যৎপ্রমদায়ুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ১৬ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **অনীহস্য**—যাঁর কোন বাসনা নেই; **ভবঃ**—জন্ম; **অভবস্য**—জন্মরহিতের; **তে**—আপনার; **দুর্গ-আশ্রয়ঃ**—দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ; **অথ**—তারপর; **অরি-ভয়াৎ**—শত্রুভয়ে; **পলায়নম্**—পলায়ন; **কাল-আত্মনঃ**—যিনি কালের নিয়ন্তা; **যৎ**—যা; **প্রমদা-আয়ুত**—স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে; **আশ্রমঃ**—গৃহস্থ আশ্রম; **স্ব-আত্মন্**—আপনার নিজের মধ্যে; **রতেঃ**—আনন্দ উপভোগকারী; **খিদ্যতি**—ব্যাকুল হয়; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **বিদাম্**—বিজ্ঞজনদের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন—এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ব্যাপারে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করতে আগ্রহী নন। ভগবান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা কখনও সম্ভব নয়। ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন তাই তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত, কেননা ভগবানের ভক্তেরা তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তা তাঁদের সব রকম অপ্রাকৃত আনন্দ দান করে। কিন্তু ভগবানের কোন কোন লীলা এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের কাছেও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে তাঁর লীলার কয়েকটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। ভগবানকে এখানে *কর্মাণ্যনীহস্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কর্ম করার কোন স্পৃহা নেই। সেই কথাটি সত্য কেননা জড় জগতের

সৃষ্টি এবং পালনের ব্যাপারেও ভগবানকে কিছু করতে হয় না। অথচ তাঁকে আবার তাঁর অনন্য ভক্তদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত ধারণ করার কথা শোনা যায়, তাই তা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নররূপী পরম ব্রহ্ম, পরম সত্য, কিন্তু ভগবানের এতগুলি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদ্ধবের সন্দেহ ছিল।

পরমেশ্বর ভগবান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে ভগবান এত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন কি করে, যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তার জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে কোন কিছু করণীয় নেই? ভগবান যদি জন্মরহিত হন, তাহলে তিনি বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি করে? মহা ভয়স্বরূপ কালও তাঁর ভয়ে ভীত, তবুও ভগবান জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তার ভয়ে ভীত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যিনি তাঁর নিজের মধ্যেই পূর্ণ, তিনি বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কেন? বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, একজন গৃহস্থের মতো তিনি কেন পুত্রকন্যা, পিতামাতা আদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন? এই আপাতবিরোধী ঘটনাবলী মহাজ্ঞানী বিদ্বৎ জনদেরও বিমোহিত করে, এবং এইভাবে বিমোহিত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, নিষ্ক্রিয়তাই সত্য, নাকি তাঁর কার্যকলাপগুলি শুধু অভিনয় মাত্র।

সমাধান এই যে, এই জড় স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত। জড়বাদী মনোধর্মীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। জড়বাদী মনোধর্মীদের কাছে তা নিশ্চয়ই মোহজনক, কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারণা অবশ্যই সমস্ত জড় কার্যকলাপের নিষেধসূচক, কিন্তু পরব্রহ্মের ধারণা অপ্রাকৃত কার্যকলাপে পূর্ণ। যিনি ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পরমার্থবাদী। এই প্রকার পরমার্থবাদীদের কাছে কোন কিছুই বিভ্রান্তিজনক নয়। ভগবানও ভগবদ্গীতায় (১০/২) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "এমনকি মহান ঋষি ও দেবতারাও আমার কার্যকলাপ এবং দিব্য শক্তিসমূহের বিষয়ে কদাচিৎ অবগত হতে পারেন।" ভগবানের কার্যকলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ ভীষ্মদেব কর্তৃক (শ্রীমদ্ভাগবতে ১/৯/১৬) নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

শ্লোক ১৭

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্ব-
মকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্ত-
স্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রেষু—মন্ত্রণায়; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—অথবা; **উপহূয়**—ডেকে; **যৎ**—যতখানি; **ত্বম্**—আপনি; **অকুণ্ঠিত**—সংশয়রহিত; **অখণ্ড**—ব্যবধানরহিত; **সদা**—সর্বদা; **আত্ম**—স্বয়ং; **বোধঃ**—বুদ্ধিমান; **পৃচ্ছেঃ**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **প্রভো**—হে প্রভু; **মুগ্ধঃ**—বিমুগ্ধ; **ইব**—যেন; **অপ্রমত্তঃ**—অবিচলিত; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের; **মনঃ**—মন; **মোহয়তি**—মোহাচ্ছন্ন করে; **ইব**—যেন; **দেব**—হে দেব।

অনুবাদ

হে প্রভু। কালের দ্বারা অখণ্ডিত, অন্তহীন জ্ঞান সমন্বিত, এবং সংশয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে ডেকে এনে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, আপনি মোহপ্রাপ্ত না হয়েও যে, মোহাচ্ছন্নের মতো এই সব আচরণ করতেন, তা আমাকে বিমোহিত করছে।

তাৎপর্য

উদ্ধব কখনও বিমোহিত হননি, কিন্তু তিনি এখানে বলছেন যে, এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিষয় তাঁকে বিমোহিত করছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল নিকটে উপবিষ্ট মৈত্রেয়ের কল্যাণ সাধন করা। জরাসন্ধ আদি অসুরেরা যখন নগরী আক্রমণ করেছিল এবং দ্বারকার রাজারূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, তখন তিনি মন্ত্রণা গ্রহণের জন্য উদ্ধবকে ডাকতেন। ভগবানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই, কেননা তিনি কালের প্রভাবের অতীত, এবং তাই কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। তাঁর বুদ্ধিমত্তা অন্তহীন। তাই, তিনি যখন মন্ত্রণার জন্য উদ্ধবকে ডাকতেন, তা অবশ্যই আশ্চর্যজনক। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, যদিও তাঁর কার্যকলাপে কোন রকম বিরোধ নেই। তাই, তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্ ।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত-
র্বদাঞ্জসা যদ্ বৃজিনং তরেম ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **স্ব-আত্ম**—নিজের; **রহঃ**—রহস্য; **প্রকাশম্**—প্রকাশ করে; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **কস্মৈ**—ক (ব্রহ্মাজী)-কে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সমগ্রম্**—সমগ্র; **অপি**—যদিও; **ক্ষমম্**—সক্ষম; **নঃ**—আমাকে; **গ্রহণায়**—গ্রহণীয়; **ভর্তঃ**—হে প্রভু; **বদ**—বলুন; **অঞ্জসা**—বিস্তারিতভাবে; **যৎ**—যা; **বৃজিনম্**—দুঃখ-দুর্দশা; **তরেম**—উত্তীর্ণ হতে পারি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি আপনার নিজের রহস্য প্রকাশ করে, যে পরম গুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তা যদি আমাদের গ্রহণের যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে কৃপা করে তা ব্যাখ্যা করুন। তা শ্রবণ করলে আমরা অনায়াসে সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে পারব।

তাৎপর্য

উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় ক্লেশ হয় না, কেননা তিনি নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভগবানের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই কেবল ভক্তেরা দুঃখ অনুভব করেন। নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ ভক্তকে জীবিত রাখে, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন কৃপাপূর্বক তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান প্রকাশ করেন, যা তিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ইত্যাবেদিতহার্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি আবেদিত—এইভাবে আমাকর্তৃক প্রার্থিত হয়ে; **হার্দায়**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **মহ্যম্**—আমাকে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—পরম; **আদিদেশ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—যাঁর চোখ দুটি পদ্ম ফুলের মতো; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পরমাম্**—অপ্রাকৃত; **স্থিতিম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

আমি যখন পরমেশ্বর ভগবানকে আমার হৃদয়ের বাসনার কথা বলেছিলাম, তখন কমলনয়ন ভগবান আমাকে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পরমাং স্থিতিম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যখন চতুঃশ্লোকী ভাগবত (২/৯/৩৩-৩৬) ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখনও তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে পর্যন্ত তিনি বলেননি। এই অপ্রাকৃত স্থিতি দ্বারকা এবং বৃন্দাবনে প্রদর্শিত অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের ব্যবহারের সমাবেশ। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতির কথা কেবল উদ্ধবকেই বলেছিলেন, এবং তাই উদ্ধব এখানে বিশেষ করে *মহ্যম্* ('আমাকে') শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যদিও মৈত্রেয় ঋষিও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। যাদের ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মমিশ্রা, তারা সচরাচর এই অপ্রাকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যে সমস্ত ভক্ত কর্মমিশ্রা ভক্তি এবং যোগের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের কাছে ভগবান এই গোপনীয় এবং অন্তরঙ্গ প্রেম সচরাচর প্রকাশ করেন না। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা।

শ্লোক ২০

স এবমারাধিতপাদতীর্থা-
দধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেব-
মিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা ॥ ২০ ॥

সঃ—সুতরাং আমি স্বয়ং; **এবম্**—এইভাবে; **আরাধিত**—পূজিত; **পাদ-তীর্থাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **অধীত**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **তত্ত্ব-আত্ম**—আত্মজ্ঞান; **বিবোধ**—হৃদয়ঙ্গম করে; **মার্গঃ**—পথ; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পরিবৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **দেবম্**—ভগবান; **ইহ**—এই স্থানে; **আগতঃ**—উপস্থিত; **অহম্**—আমি; **বিরহ**—বিচ্ছেদ; **আতুর-আত্মা**—যার আত্মা ব্যথাতুর ।

অনুবাদ

আমি আমার গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরম তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অধ্যয়ন করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ও তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর চিত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধবের জীবন হচ্ছে ভগবান কর্তৃক প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রদত্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপস্বরূপ। মায়াবাদীরা তাদের অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি অত্যন্ত মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের ভিন্ন প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করে। সেই ধরনের অপ্রামাণিক জল্পনা-কল্পনাকারীদের যথার্থ উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদী বিজ্ঞান, যা ভগবদ্গীতার স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অনধিকারী শুষ্ক মনোধর্মীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী, কেননা তারা ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কদর্থ করে জনসাধারণকে বিপথগামী করে, এবং অন্ধতামিশ্র নামক নরকের পথ প্রস্তুত করে। ভগবদ্গীতায় (১৬/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ মনোধর্মীরা অজ্ঞান এবং তারা নিশ্চিতরূপে জন্ম-জন্মান্তরে অপরাধী হয়ে থাকবে। তারা অনর্থক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের শরণ গ্রহণ করে, কিন্তু শঙ্করাচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেছিলেন। আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ভগবৎ বিদ্বেষী বৌদ্ধ দর্শনকে পরাস্ত করার জন্য এই প্রকার দর্শনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এই সিদ্ধান্ত চিরকালের জন্য গ্রহণ করা হোক। সেটি ছিল একটা জরুরী অবস্থা। শঙ্করাচার্য তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত, তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখার সাহস করেননি, কেননা তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সরাসরিভাবে অপরাধ হত। কিন্তু পরবর্তী কালের মনোধর্মীরা মায়াবাদ দর্শনের নামে কোন প্রামাণিক উদ্দেশ্য ব্যতীতই অনর্থক চতুঃশ্লোকী ভাগবতের টীকা রচনা করে।

অদ্বৈতবাদী শুষ্ক মনোধর্মীদের শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে কোন কিছু করণীয় নেই, কেননা এই বিশেষ বৈদিক শাস্ত্রটির মহান প্রণেতা কর্তৃক তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে। যারা ধর্ম, অর্থ, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী,

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য নয়, তাই তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে শ্রীল ব্যাসদেব তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/২)। শ্রীমদ্ভাগবতের মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীও অবশ্যই মোক্ষবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের শ্রীমদ্ভাগবত চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। এই গ্রন্থটি তাদের জন্য নয়। তবুও এই প্রকার অননুমোদিত ব্যক্তিরা বিকৃতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত বোঝবার চেষ্টা করে, এবং তার ফলে তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করে, যা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং করতে সাহস করেননি। এইভাবে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন চিরস্থায়ী করার আয়োজন করে। এখানে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, উদ্ধব সরাসরিভাবে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে ভগবান আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আরও অন্তরঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা এখানে *পরমাং স্থিতিম্* কথাটির মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এই ভগবৎ প্রেম লাভ করে উদ্ধব ভগবানের বিরহজনিত গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। উদ্ধবের মতো ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হলে—নিরন্তর ভগবৎ প্রেমজনিত বিরহ অনুভব না করলে, যা চৈতন্য মহাপ্রভুও প্রদর্শন করেছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ এই চারটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবৈধভাবে যারা এর অর্থ বিকৃত করে, তারা ভগবানের চরণে অপরাধ করার সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে, তাই তা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২১

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্তিযুতঃ প্রভো ।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

সঃ অহম্—এইভাবে আমি; **তৎ**—তাঁর; **দর্শন**—দর্শন; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিয়োগ**—বিহীন; **আর্তি-যুতঃ**—ক্লেশাভিভূত; **প্রভো**—হে প্রভু; **গমিষ্যে**—গমন করব; **দয়িতম্**—এইভাবে উপবিষ্ট হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বদর্যাশ্রম**—হিমালয়ে বদরিকা আশ্রমে; **মণ্ডলম্**—সঙ্গ।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর! তাঁর দর্শন-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমি এখন উন্মত্তের মতো হয়েছি, এবং সেই বেদনা অপনোদনের জন্য আমি এখন সঙ্গ লাভের জন্য হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে যাচ্ছি, যে সম্বন্ধে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধবের মতো ভগবদ্ভক্ত ভগবানের বিরহ এবং মিলন এই দুই অনুভূতির মাধ্যমে নিরন্তর ভগবানের সাহচর্য করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা থেকে পলকের জন্যও বিরত হন না। ভগবানের সেবা সম্পাদন করাই শুদ্ধ ভক্তের মুখ্য বৃত্তি। উদ্ধবের পক্ষে ভগবানের বিরহ অসহ্য ছিল, তাই ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি বদরিকা আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কেননা ভগবানের আদেশ এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যতক্ষণ মানুষ ভগবানের আদেশ পালনে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাঁর থেকে কেউ বাস্তবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না।

শ্লোক ২২

যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥ ২২ ॥

যত্র—যেখানে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবঃ**—অবতারের দ্বারা; **নরঃ**—নর; **চ**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষিঃ**—মহর্ষি; **মৃদু**—প্রত্যেকের প্রতি কোমল; **তীব্রম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘকালীন; **তেপাতে**—অনুষ্ঠান করে; **লোক-ভাবনৌ**—সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ

সেই বদরিকা আশ্রমে ভগবান নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিরূপে অবতরণ করে সমস্ত সৎ জীবাত্মাদের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করছেন।

তাৎপর্য

নর-নারায়ণ ঋষিদের ধাম হিমালয়ের বদরিকা আশ্রম, হিন্দুদের এক মহা তীর্থস্থান। আজও হাজার হাজার পুণ্যবান হিন্দুরা ভগবানের অবতার নর-নারায়ণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য সেখানে যান। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও উদ্ধবের মতো পুণ্যাত্মা এই পবিত্র স্থানে যাত্রা করতেন, এবং তখনও এই স্থানটি অতি প্রাচীন বলে পরিচিত ছিল। এই বিশেষ তীর্থটি সাধারণ মানুষদের জন্য অত্যন্ত দুর্গম, কেননা প্রায় সারা বছর ধরেই হিমালয়ের এই স্থানটি বরফে আচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মকালের কয়েকটি মাসই কেবল মানুষেরা

নানা রকম ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করে এই স্থানটিতে যেতে পারে। বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশের গ্রহপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে চারটি ভগবদ্ধাম রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর, জগন্নাথপুরী এবং দ্বারকা। উদ্ধবের মতো ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রদ্ধাবান হিন্দুরা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য এই সমস্ত তীর্থস্থানে আজও গমন করেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্ ।
জ্ঞানেনাশময়ৎক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধব থেকে; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **দুঃসহম্**—অসহ্য; **বধম্**—বিনাশ; **জ্ঞানেন**—দিব্যজ্ঞানের দ্বারা; **অশময়ৎ**—নিজেকে শান্ত করেছিলেন; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **শোকম্**—শোক; **উৎপতিতম্**—উত্থিত; **বুধঃ**—বিদ্বান্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—উদ্ধবের কাছ থেকে বিদ্বান বিদুর তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বার্তা শ্রবণ করে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তাঁর অসহ্য শোক প্রশমিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর জানতে পেরেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বিনাশ হয়েছিল, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছিলেন। এই সমস্ত সংবাদ তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিত করেছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি দিব্যজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, তাই তিনি জ্ঞানের আলোকের দ্বারা নিজেকে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, দীর্ঘকাল দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ফলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বিনাশে শোক করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, তবে উচ্চতর দিব্যজ্ঞানের দ্বারা এই শোককে প্রশমিত করার উপায় জানা কর্তব্য। উদ্ধব এবং বিদুরের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ক

আলোচনা সূর্যাস্তের সময় শুরু হয়েছিল, এবং এখন উদ্ধবের সঙ্গ প্রভাবে বিদুর পারমার্থিক জ্ঞানের পথে আরও অধিক উন্নতি সাধন করলেন।

শ্লোক ২৪

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভঃ ।
বিশ্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

সঃ—বিদুর; **তম্**—উদ্ধবকে; **মহা-ভাগবতম্**—ভগবানের মহান্ ভক্ত; **ব্রজন্তম্**—ভ্রমণ করার সময়; **কৌরব-ঋষভঃ**—কৌরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বিশ্রম্ভাৎ**—বিশ্বাসের ফলে; **অভ্যধত্ত**—সমর্পণ করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **মুখ্যম্**—প্রধানকে; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরিগ্রহে**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যখন বদরিকা আশ্রমে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁর প্রতি স্নেহ এবং বিশ্বাসবশত এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর ছিলেন উদ্ধবের থেকে বয়সে অনেক বড়। পারিবারিক সম্পর্কে উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক ভ্রাতা, আর বিদুর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সমবয়সী। কিন্তু বয়সে নবীন হলেও উদ্ধব ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাই এখানে তাঁকে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদুর সেই কথা ভালভাবে জানতেন এবং তাই তিনি উদ্ধবকে এত সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করেছেন। ভক্তদের মধ্যে বিনীত এবং নম্র আচরণের এইটিই হচ্ছে বিধি।

শ্লোক ২৫

বিদুর উবাচ

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে ।
বক্তুং ভবান্নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণো-
র্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—অপ্রাকৃত; **স্ব-আত্ম**—আত্ম সম্বন্ধীয়; **রহঃ**—রহস্য; **প্রকাশম্**—প্রকাশকারী; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছেন; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত যোগের যিনি ঈশ্বর; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **তে**—আপনাকে; **বক্তুম্**—বর্ণনা করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **অর্হতি**—যোগ্য; **যৎ**—জন্য; **হি**—কারণ; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভৃত্যাঃ**—সেবকগণ; **স্ব-ভৃত্য-অর্থ-কৃতঃ**—তাঁদের সেবকদের হিতসাধনের জন্য; **চরন্তি**—ভ্রমণ করেন।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে উদ্ধব! যেহেতু ভগবানের সেবকেরা অন্যদের সেবা করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন, তাই ভগবান স্বয়ং যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করেছেন, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্বক বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবানের সেবকরাই হচ্ছেন সমাজের প্রকৃত সেবক। জনসাধারণকে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আলোক প্রদান করা ছাড়া মানবসমাজে তাঁদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক, সেই অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কার্য করা, এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এইটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান যা মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে সাহায্য করতে পারে। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, যা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। জীব তার জড় দেহ নয়, পক্ষান্তরে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তার আত্মজ্ঞানের পুনর্জাগরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই জ্ঞান বিনা মানবজীবন ব্যর্থ হয়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহলোকে বিচরণ করেন। যে জ্ঞান উদ্ধব সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা মানবসমাজে, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত বিদুরের মতো ব্যক্তিদের কাছে বিতরণ করার যোগ্য বিষয়।

প্রকৃত দিব্যজ্ঞান ভগবান থেকে উদ্ধব, উদ্ধব থেকে বিদুর এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে অবতরণ করে। এই পরম দিব্যজ্ঞান কুতার্কিক আদি তথাকথিত জ্ঞানীদের অপূর্ণ জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কখনও লাভ করা যায় না। *পরমাং স্থিতিম্* নামক সেই গোপনীয় জ্ঞান বিদুর উদ্ধবের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য উৎসুক ছিলেন, যাতে ভগবানকে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহের মাধ্যমে জানা যায়। বিদুর

যদিও উদ্ধব থেকে বয়সে প্রবীণ ছিলেন, তবুও তিনি অপ্রাকৃত সম্পর্কে উদ্ধবের ভৃত্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই অপ্রাকৃত গুরু-শিষ্য পরম্পরা-সূত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, এই দিব্যজ্ঞান যাঁর কাছেই পাওয়া যায়, তা তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন—যদি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করা উচিত। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান তত্ত্বত অবগত, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু।

শ্লোক ২৬

উদ্ধব উবাচ

ননু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌষারবোঽন্তিকে ।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **ননু**—কিন্তু; **তে**—আপনার; **তত্ত্ব-সংরাধ্যঃ**—যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে পূজনীয়; **ঋষিঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত; **কৌষারবঃ**—কুষারুর পুত্র মৈত্রেয়কে; **অন্তিকে**—নিকটে অবস্থান করছেন; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **আদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়েছেন; **মর্ত্যলোকম্**—মর্ত্যলোক; **জিহাসতা**—ত্যাগ করার সময়।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—আপনি মহর্ষি মৈত্রের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন, যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন এবং যিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে পূজনীয়। এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ণাত হলেও, *মর্যাদা-ব্যতিক্রম* বা ধৃষ্টতাপূর্বক শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে অতিক্রম করার অপরাধ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মর্যাদা ব্যতিক্রমের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, কেননা তার ফলে আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, পুণ্য এবং সারা জগতের আশীর্বাদ ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। দিব্যজ্ঞানে নিষ্ণাত হতে হলে পারমার্থিক বিজ্ঞানের পন্থা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। পারমার্থিক বিজ্ঞানে নিষ্ণাত হওয়ার ফলে উদ্ধব বিদুরকে উপদেশ দিয়েছিলেন দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য মৈত্রেয় ঋষির কাছে যেতে। বিদুর উদ্ধবকে তাঁর

গুরুরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ধব সেই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কেননা বিদুর ছিলেন উদ্ধবের পিতার বয়সী এবং তাই উদ্ধব তাঁকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে চাননি, বিশেষ করে মৈত্রেয় যখন নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। নিয়ম হচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির উপস্থিতিতে সুযোগ্য এবং পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, উপদেশ দিতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। তাই, উদ্ধব বিদুরের মতো একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অন্য আর একজন বয়স্ক ব্যক্তি মৈত্রেয়ের কাছে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ছিলেন পূর্ণ জ্ঞানী, কেননা এই জগৎ ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়েই সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাই বিদুর বা অন্য যে কোন ব্যক্তির গুরু হওয়ার যোগ্যতা দুজনেরই ছিল, কিন্তু মৈত্রেয় বয়সে প্রবীণ হওয়ার ফলে গুরু হওয়ার প্রথম অধিকারি ছিলেন, বিশেষ করে বিদুরের জন্য যিনি ছিলেন উদ্ধব থেকে বয়সে অনেক বড়। লাভ এবং যশ সংগ্রহের জন্য সস্তা গুরু হওয়ার বাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে, ভগবানের সেবার জন্যই কেবল গুরু হওয়া উচিত। ভগবান কখনও *মর্যাদা-ব্যতিক্রম* সহ্য করতে পারেন না। নিজের ব্যক্তিগত লাভ এবং যশের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুর প্রাপ্য সম্মান কখনও অতিক্রম করা উচিত নয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে কপট গুরু হওয়ার ধৃষ্টতা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্তে-
র্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং
সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সহ**—সঙ্গে; **বিদুরেণ**—বিদুর; **বিশ্ব-মূর্তেঃ**—বিশ্বমূর্তি ভগবানের; **গুণ-কথয়া**—দিব্য গুণের আলোচনায়; **সুধয়া**—অমৃতোপম; **প্লাবিত-উরু-তাপঃ**—গভীর দুঃখে অভিভূত; **ক্ষণম্**—নিমেষ; **ইব**—সেই রকম; **পুলিনে**—তটে; **যমস্বসুঃ তাম্**—যমুনা নদী; **সমুষিতঃ**—যাপন করেছিলেন; **ঔপগবিঃ**—ঔপগবের পুত্র (উদ্ধব); **নিশাম্**—রাত্রি; **ততঃ**—তারপর; **অগাৎ**—চলে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! যমুনার তীরে বিদুরের সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্ধব গভীর শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিটি যেন মুহূর্তের মতো অতিবাহিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে *বিশ্বমূর্তি* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধব ও বিদুর উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ফলে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা যতই ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং গুণের আলোচনা করেছিলেন, ততই ভগবানের রূপ তাঁরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। ভগবানের এই দিব্যরূপ এইভাবে দর্শন করা মিথ্যা নয় অথবা কাল্পনিক নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে পরম সত্য। ভগবানকে যখন বিশ্বমূর্তিতে দর্শন হয়, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব অথবা নিত্য অপ্রাকৃত রূপ হারিয়ে ফেলেন না, পক্ষান্তরে তাঁর স্বরূপে তিনি সর্বত্র প্রতীয়মান হন।

শ্লোক ২৮

রাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজে-
ষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরি-
রপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥ ২৮ ॥

রাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **নিধনম্**—বিনাশ; **উপগতেষু**—প্রাপ্ত হওয়ায়; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি বংশের; **ভোজেষু**—ভোজ বংশের; **অধিরথ**—মহান যোদ্ধাদের; **যূথ-প**—সেনাপতি; **যূথ-পেষু**—তাঁদের মধ্যে; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **সঃ**—তিনি; **তু**—কেবল; **কথম্**—কিভাবে; **অবশিষ্টঃ**—অবশিষ্ট; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **যৎ**—যেই; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **তত্যজে**—ত্যাগ করেছিলেন; **আকৃতিম্**—সমগ্র লীলা; **ত্রি-অধীশঃ**—ত্রিভুবনের অধীশ্বর।

অনুবাদ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—সমস্ত বীর যোদ্ধাদের দলপতিদের দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হলে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরিও যখন তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন, তাহলে কেবল উদ্ধব কিভাবে অবশিষ্ট রইলেন?

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *নিধনম্* শব্দটির অর্থ ভগবানের দিব্য ধাম। *নি* শব্দটির অর্থ সর্বোচ্চ, এবং *ধনম্* শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য। যেহেতু ভগবানের ধাম অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের চরম প্রকাশ, তাই তাঁর ধামকে বলা যায় *নিধনম্*। ব্যাকরণিক স্পষ্টীকরণের দিক থেকেও *নিধনম্* শব্দের বাস্তবিক অর্থ হচ্ছে, বৃষ্ণি ও ভোজ-বংশীয়েরা সকলে ছিলেন ভগবানের পার্ষদ, এবং তাঁদের লীলা পরিসমাপ্তির পর তাঁরা সকলে ভগবানের দিব্য ধামে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *আকৃতিম্* শব্দটির অর্থ স্পষ্টীকরণ করে বলেছেন লীলা। *আ* শব্দের অর্থ পূর্ণ, এবং *কৃতিম্* শব্দটির অর্থ দিব্য লীলাসমূহ। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ থেকে অভিন্ন, তাই তাঁর দেহের পরিবর্তনের বা দেহত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতের রীতিনীতি অনুসারে ভগবান এমনভাবে আচরণ করেন যে, মনে হয় যেন তিনি জন্মগ্রহণ করছেন অথবা দেহত্যাগ করছেন, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রকৃত তত্ত্ব ভালভাবেই অবগত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের ঐকান্তিক পাঠকদের জীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহান আচার্যদের টীকা এবং ভাষ্য অনুসরণ করা প্রয়োজন। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কাছে এই সমস্ত আচার্যদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ব্যাকরণের বাক্যজাল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গুরুপরম্পরা ধারায় নিষ্ঠাবান অধ্যয়নকারীর কাছে মহান আচার্যদের বিশ্লেষণ সর্বতোভাবে সমীচীন।

উপগতেষু শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃষ্ণি এবং ভোজবংশের সমস্ত সদস্যেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে পৌঁছাতে পারেন না, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ পার্ষদেরা জড় জগতের অন্য কোন গ্রহের প্রতি আকৃষ্ট নন। কখনও কখনও, ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে চলেছেন যে ভক্ত, তিনি ঔৎসুক্যবশত পৃথিবী থেকে উচ্চতর লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হতে পারেন, এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে তা দর্শন করার ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু বৃষ্ণি এবং ভোজেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে প্রেরিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের কোন ভৌতিক গ্রহলোকের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, অমরকোষ অভিধান অনুসারে *আকৃতি* -র অর্থ 'ইঙ্গিত'। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পর উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছিলেন, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এই পৃথিবী থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার পর এখানে উদ্ধবের একলা থাকার সেইটিই ছিল কারণ।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্দেহমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ব্রহ্ম-শাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপে; **অপদেশেন**—প্রদর্শন করার ছলে; **কালেন**—নিত্যকালের প্রভাবে; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **বাঞ্ছিতঃ**—যিনি এইভাবে ইচ্ছা করেন; **সংহৃত্য**—সমাপ্ত করে, **স্ব-কুলম্**—স্বীয় পরিবার; **স্ফীতম্**—পরিবর্ধিত, **ত্যক্ষ্যন্**—তিরোভাবের পর; **দেহম্**—বিশ্বরূপ; **অচিন্তয়ৎ**—নিজে নিজে চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্! ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল কেবল একটি ছলনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম ইচ্ছাই তাঁর লীলা সংবরণের প্রকৃত কারণ ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত পরিবর্ধিত তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার পর, তিনি স্বয়ং পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে, এইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিষয়ে *ত্যক্ষ্যন্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের শাশ্বত বিগ্রহ, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মা অভিন্ন। তাহলে তাঁর পক্ষে দেহত্যাগ করে এই পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হওয়া কি করে সম্ভব? অভক্ত এবং মায়াবাদীদের মধ্যে ভগবানের রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্বন্ধে মহা মতবিরোধ রয়েছে, এবং শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সন্দেহ নিরসন করেছেন।

ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বহু রূপ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং যখন তিনি তাঁর কৃষ্ণস্বরূপে জীবেদের গোচরীভূত হন, তখন এই সমস্ত রূপ তাঁর মধ্যে মিলিত হন। এই

সমস্ত অচ্যুত রূপ ব্যতীত, তাঁর বিশ্বরূপ রয়েছে, যা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অর্জুনের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। এই শ্লোকে *স্ফীতম্* শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি তাঁর বিরাটরূপ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর আদি শাশ্বত রূপ নয়, কেননা তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ পরিবর্তন করার কোন সম্ভাবনা নেই। ভগবানের ভক্তেরা এই সরল সত্যটি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্‌বিমুখ অভক্তেরা, হয় এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, নয়তো ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের নিত্যত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করে। তার কারণ হচ্ছে বিপ্রলিপ্সা নামক বদ্ধ জীবের দোষ।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাতেও এখনও পর্যন্ত দেখা যায় যে, ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ ভক্তগণ কর্তৃক বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হন, এবং ভগবানের সমস্ত ভক্তেরাই বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির এই অচিন্ত্য কার্য ভগবদ্‌গীতায় (৭/২৫) বর্ণিত হয়েছে—*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ* । সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার ভগবান রাখেন। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ* । ভগবানের নাম এবং রূপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিন্তু যখন তিনি বদ্ধ জীবদের গোচরীভূত হন, তখন তিনি বিরাট রূপ ধারণ করেন। এটি তাঁর রূপের একটি অতিরিক্ত জড় প্রদর্শন, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ ন্যায়ের দ্বারা তা অনুমোদন করা হয়। ব্যাকরণে যখন বিশেষণকে বিশেষ্য থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন বিশেষণের দ্বারা বিশেষীকৃত বিষয়ের পরিবর্তন হয় না। তেমনই ভগবান যখন তাঁর বিরাট রূপ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর শাশ্বত স্বরূপের পরিবর্তন হয় না, যদিও তাঁর এবং তাঁর অসংখ্য রূপের মধ্যে কোন জড় পার্থক্য নেই। পঞ্চম স্কন্ধে দেখা যাবে ভগবান কিভাবে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লোকে পূজিত হন, এবং কিভাবে এই পৃথিবীতেও বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পূজিত হন।

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁদের টীকায় বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রামাণিক উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবানের তিরোধান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বিচার করেছেন। এই গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি না করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আর সেগুলি উল্লেখ করছি না। এই সমস্ত বিষয় ভগবদ্‌গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার রাখেন। তিনি সর্বদা প্রেমহীন ও ভক্তিহীন অভক্তদের দৃষ্টির অগোচরে থাকেন, এবং এইভাবে তিনি তাদের তাঁর থেকে

আরও দূরে সরিয়ে দেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনাকারী ব্রহ্মার নিমন্ত্রণে ভগবান অবতরণ করেছিলেন, তখন সমস্ত বিষ্ণুরূপসমূহ তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর, তাঁরা সকলে আবার যথারীতি তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যান।

শ্লোক ৩০

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্ ।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ ৩০ ॥

অস্মাৎ—এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে; **লোকাৎ**—পৃথিবী; **উপরতে**—অন্তর্ধান হওয়ার পর; **ময়ি**—আমার; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৎ-আশ্রয়ম্**—আমার সম্বন্ধে; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **এব**—নিশ্চয়ই; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **সম্প্রতি**—বর্তমান সময়ে; **আত্মবতাম্**—ভক্তদের; **বরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

আমি এই জড় জগতের দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হলে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবই কেবল আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়ার যোগ্য হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্যজ্ঞান তিনটি বিভাগে বিভক্ত, যথা—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা জ্ঞান এবং ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান। এই তিনের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপের দিব্যজ্ঞান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাকে বলা হয় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমেই কেবল উপলব্ধ হয়, অন্য কোন উপায়ে নয়। ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* —"ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তেরাই কেবল ভগবানের দিব্য স্থিতি তত্ত্বত জানতে পারেন।" সেই সময় উদ্ধবকে ভগবানের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে এই জগতের দৃষ্টির অন্তরালে ভগবান চলে গেলে, মানুষ যেন উদ্ধবের জ্ঞানের সুযোগ নিতে পারেন। ভগবান যে উদ্ধবকে বদরিকা আশ্রমে গিয়ে তাঁর নর-নারায়ণরূপে

বিরাজমান বিগ্রহের সঙ্গ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এইটি হচ্ছে তার একটি কারণ। পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ থেকে সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন, তাই ভগবানের ভক্ত ভগবানের কৃপার প্রভাবে নিশ্চিতভাবে প্রগতি লাভ করার জন্য ভগবানের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩১

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ ৩১ ॥

ন—না; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অণু**—অল্প; **অপি**—ও; **মৎ**—আমার থেকে; **ন্যূনঃ**—কম; **যৎ**—যেহেতু; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে; **ন**—না; **অর্দিতঃ**—প্রভাবিত; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অতঃ**—তাই; **মৎ-বয়ুনম্**—আমার (পরমেশ্বর ভগবান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান; **লোকম্**—জগৎ; গ্রাহয়ন্—বিতরণ করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **তিষ্ঠতু**—অবস্থান করুন।

অনুবাদ

উদ্ধব আমার থেকে কোন অংশেই কম নয়, কেননা তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। জড় জগতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেহেতু সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে, জড়া প্রকৃতির কোন গুণের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে হয়। অপ্রাকৃত গুণের এই শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরকে 'বসুদেব' বলা হয়, এবং এই স্তরে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এইটিই হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা। যিনি এই

অপ্রাকৃত যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, যদিও তিনি আপাত দৃষ্টিতে জড় অবস্থাতেই রয়েছেন। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত, তিনি এই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/১৮৭) বলা হয়েছে—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তাঁর কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা কেবল ভগবানেরই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা করেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থাতে রয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আত্মা।" উদ্ধব এই রকম অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই ভগবান এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত কখনও জড়জাগতিক বল, বুদ্ধি এমনকি বৈরাগ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত জড়া প্রকৃতির সব রকম আঘাত সহ্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। এই প্রকার গোস্বামীই কেবল ভগবৎ প্রেমের দিব্য রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন।

শ্লোক ৩২

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা ।
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ত্রি-লোক**—ত্রিভুবন; **গুরুণা**—গুরুদেব কর্তৃক; **সন্দিষ্টঃ**—পূর্ণরূপে শিক্ষিত হয়ে; **শব্দ-যোনিনা**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস যিনি তাঁর দ্বারা; **বদর্যাশ্রমম্**—বদরিকা আশ্রম নামক তীর্থস্থানে; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **হরিম্**—ভগবানকে; **ঈজে**—সন্তুষ্ট করেছিলেন; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস এবং ত্রিলোকের গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উদ্ধব বদরিকা আশ্রমতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত ত্রিলোকের গুরু, এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের মূল উৎস। কিন্তু বেদের মাধ্যমেও পরম সত্যের সবিশেষরূপ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। পরমেশ্বর ভগবানকে পরম সত্যরূপে জানবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ভগবদ্গীতা হচ্ছে এই অপ্রাকৃত জ্ঞানের সারমর্ম। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি অর্জুন এবং উদ্ধবের প্রতি এই কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান ভগবদ্গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু অর্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এবং ভগবদ্গীতার সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান পূর্ণ করার জন্য তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন, যে জ্ঞান তিনি ভগবদ্গীতায় বলেননি, সেই জ্ঞান যেন উদ্ধব বিতরণ করেন। যাঁরা বেদের বাণীর প্রতি আসক্ত, তাঁরা এই শ্লোক থেকে জানতে পারবেন যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস। যাঁরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে অক্ষম, তাঁরা ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য উদ্ধবের মতো ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে তাঁকে অনায়াসে জানা যায়। বদরিকা আশ্রমের মহর্ষিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে ভগবান উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁদের উপদেশ দিতে। এইভাবে অনুমোদিত না হলে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না অথবা প্রচার করা যায় না।

ভগবান যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন; এমনকি তিনি গগনমার্গে বিচরণ করে স্বর্গ থেকে পারিজাত আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর গুরুর (সান্দীপনি মুনির) পুত্রকে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। উদ্ধব নিশ্চয়ই অন্যান্য গ্রহলোকে জীবনের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং সমস্ত ঋষিরাও সেই সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ছিলেন, ঠিক যেমন আমরা অন্তরীক্ষের অন্যান্য গ্রহলোক সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। উদ্ধব কেবল বদরিকা আশ্রমের মহর্ষিদের কাছেই নয়, নর-নারায়ণ বিগ্রহের কাছেও বার্তা বহন করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বার্তা অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত জ্ঞান থেকে অধিক গুহ্য ছিল।

ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত জ্ঞানের উৎস, আর নর-নারায়ণ তথা অন্যান্য ঋষিদের জন্য উদ্ধবের মাধ্যমে যে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই বৈদিক জ্ঞানের অঙ্গ ছিল, কিন্তু তা ছিল অধিক গুহ্য এবং উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের দ্বারাই কেবল তা প্রেরণ করা অথবা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। যেহেতু এই প্রকার গোপনীয় জ্ঞান কেবল ভগবান এবং উদ্ধবেরই জ্ঞাত ছিল, তাই বলা হয়েছে যে, উদ্ধব এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উদ্ধবের মতো প্রতিটি জীবও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবাহক হতে পারেন, যদি তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পারেন। এই প্রকার অন্তরঙ্গ জ্ঞান বিতরণ করার ভার কেবল উদ্ধব এবং অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তদের উপরেই ন্যস্ত করা হয়, এবং সেই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হয় তাঁদের মাধ্যমেই, অন্য কোন উপায়ে নয়। ভগবানের এই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তের সাহায্য ব্যতীত ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই গোপনীয় জ্ঞান লৌকিক জগতে শত বর্ষ অবস্থানের পর, তাঁর মহাপ্রস্থান এবং তাঁর কুলের বিনাশের রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সকলে নিশ্চয়ই যদুবংশ ধ্বংসের রহস্য জানবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং সেই রহস্য ভগবান নিশ্চয়ই উদ্ধবের কাছে উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং বদরিকা আশ্রমে নর-নারায়ণ ও অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তা জানাবার জন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥

বিদুরঃ—বিদুর; **অপি**—ও; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধবের কাছ থেকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **ক্রীড়য়া**—এই জড় জগতে লীলাবিলাসের জন্য; **উপাত্ত**—অসাধারণভাবে ধারণ করেছিলেন; **দেহস্য**—দেহের; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **শ্লাঘিতানি**—অত্যন্ত মহিমান্বিত; **চ**—ও।

অনুবাদ

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই জড় জগতে আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে বিদুরও উদ্ধবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন, যে বিষয়ের অনুসন্ধান মহর্ষিরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে করে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোধানের বিষয় মহর্ষিদের কাছেও রহস্যজনক। এই শ্লোকে *পরমাত্মনঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ জীবকে বলা হয় আত্মা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীব নন কেননা তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। তবুও একজন মানুষের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং এই নশ্বর জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান সেই গবেষকদের গবেষণার বিষয়, যাঁরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা করেন। এই প্রকার বিষয়ের গবেষণা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান উৎসাহের বিষয়, কেননা সেই বিষয়ে গবেষণা করতে হলে, গবেষকদের ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের অনুসন্ধান করতে হয়, যেখানে ভগবান এই জড় জগৎ থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করার পর প্রবেশ করেন। কিন্তু মহান ঋষিদেরও জানা নেই যে, এই জড় আকাশের অতীত চিদাকাশ রয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদ পরিবৃত হয়ে নিত্য বিরাজ করেন, আবার একই সময়ে তিনি এই জড় জগতে এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন। এই সত্য ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ* — "ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর নিত্য ধাম গোলোকে বাস করেন, আবার একই সময়ে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজ করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা জড় জগৎ এবং চিৎ জগৎ উভয় স্থানেই বিরাজ করেন।" তাই তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব একসাথে চলছে, এবং কেউই নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না, তাঁর কোন্‌টি আরম্ভ এবং কোন্‌টি শেষ। তাঁর নিত্যলীলার আদি নেই অথবা অন্ত নেই, এবং তথাকথিত গবেষণার কার্যে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে, শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকেই কেবল সেই সম্বন্ধে জানতে হয়।

শ্লোক ৩৪

দেহন্যাসং চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্যবর্ধনম্ ।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥

দেহ-ন্যাসম্—শরীরে প্রবেশ; **চ**—ও; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—ও; **ধীরাণাম্**—মহর্ষিদের; **ধৈর্য**—অধ্যবসায়; **বর্ধনম্**—বর্ধনকারী; **অন্যেষাম্**—অন্যদের জন্য; **দুষ্কর-তরম্**—স্থির নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; **পশূনাম্**—পশুদের; **বিক্লব**—বিক্ষুব্ধ; **আত্মনাম্**—মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং এই জড় জগতে তাঁর অলৌকিক লীলা-বিলাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ, তাঁর ভক্ত ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, এবং অধীর-চিত্ত, পশু-স্বভাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পাষণ্ডদের জন্য তা কেবল মানসিক যন্ত্রণার কারণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ এবং লীলাসমূহ অভক্তদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ভগবান কখনও জ্ঞানী এবং যোগীদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। আর যারা হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে পশু শ্রেণীভুক্ত, তাদের কাছে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব কেবল মানসিক বিরক্তির কারণ। ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা জড় সুখভোগের প্রতি অনুরক্ত, যারা ভারবাহী পশুদের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, তারা তাদের আসুরিক ভাব অথবা ভগবানের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করার ফলে, কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

নশ্বর জগতে ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য চিন্ময় দেহের প্রকাশ, এবং সেই সমস্ত রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব অত্যন্ত কঠিন বিষয়, আর যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের বিষয়ে আলোচনা না করতে, কেননা তার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে তারা যতই ভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে, ততই তারা নরকের অন্ধতম প্রদেশে প্রবেশ করে, যা ভগবদ্গীতায় (১৬/২০) বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যারাই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তারাই কমবেশি এক-একটি পশুমাত্র।

শ্লোক ৩৫

আত্মানং চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্ ।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মানম্—তিনি নিজে; **চ**—ও; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ঈক্ষিতম্**—স্মরণ করেছিলেন; **ধ্যায়ন্**—

এইভাবে চিন্তা করে; **গতে**—গিয়ে; **ভাগবতে**—ভগবদ্ভক্তের; **রুরোদ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—প্রেমে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, সেই কথা মনে করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে, বিদুর উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বিদুর যখন জানতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করতেন, তবুও ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। বিদুর মনে করেছিলেন যে, সেটি ছিল তাঁর প্রতি ভগবানের এক মহতী কৃপা। তাই তিনি উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। এই ক্রন্দন হচ্ছে ভক্তিযোগের প্রগতিশীল মার্গের চরম অবস্থা। যিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানের জন্য ক্রন্দন করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তির মার্গে সাফল্য লাভ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ ।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

কালিন্দ্যাঃ—যমুনার তটে; **কতিভিঃ**—কতিপয়; **সিদ্ধে**—অতিবাহিত করে; **অহোভিঃ**—দিবস; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরত-বংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর; **প্রাপদ্যত**—পৌঁছেছিলেন; **স্বঃ-সরিতম্**—স্বর্গের নদী গঙ্গার জল; **যত্র**—যেখানে; **মিত্রা-সুতঃ**—মিত্রার পুত্র; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর, গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।